Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে বেণীসংহার নাটকের নায়ক

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফয়েজুন্নেছা বেগম
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.5
Pages	152-158
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে বেণীসংহার নাটকের নায়ক

ফয়েজুন্নেছা বেগম

নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বেণীসংহার একখানা উল্লেখযোগ্য নাটক। ভট্টনারায়ণ এর রচয়িতা। বেণীসংহার নাটকের ইতিবৃত্ত গড়ে উঠেছে মুখ্যতঃ মহাভারতবর্ণিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়ায় হেরে যাওয়ার পর দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন প্রকাশ্য রাজ সভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে ঐ রক্তে রঞ্জিত হস্তে তিনি দ্রৌপদীর কেশ সংহার (বন্ধন) করবেন। যুদ্ধে দুর্যোধনসহ কৌরবপক্ষের সকল বীরই নিহত হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে ভীম দুর্যোধনের রুধিরসিক্ত হাত দিয়ে দ্রৌপদীর বহুদিনের মুক্তকেশ স্বহস্তে বেঁধেছিলেন। এই হচ্ছে নাটকের বিষয়বস্তু। এখানে বেণীসংহার নাটকের নায়ক কে —এটাই আলোচ্য বিষয়।

নায়ক শব্দটি প্রচলিত অর্থে প্রধান বাচী। অলংকার বা নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থে শব্দটি কাব্য বা নাটকের প্রধান চরিত্রকে বোঝায়। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের যে নায়কা নিগদিতাস্তেষাং···(নাট্য শাস্ত্র ১৮/১৭) এবং তার পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যায় নায়ক শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে (নয়তি প্রাপ্নোতীতি বৃত্তং ফলং বা) নায়ক, তার সহকারী শত্রু,—এক কথায় সমস্ত প্রধান চরিত্রকে বুঝিয়েছেন।[১] সাগরনন্দীও উক্ত শ্লোকটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[২] সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নায়ক শব্দের বহুবচনান্ত রূপটি (নায়কাঃ) সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থে রূপকের সবগুলি প্রধান চরিত্র বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। যেমন উল্লিখিত ক্ষেত্রে হয়েছে। একবচনান্তে (নায়কঃ) শব্দটি কেবলমাত্র প্রধান চরিত্রকেই বোঝায়। নাট্যশাস্ত্রে নায়ক অর্থে নেতা শব্দের প্রয়োগও আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সন্দেহ এড়ানোর জন্য অভিনবগুপ্ত শব্দটিকে মুখ্য অথবা প্রধান

বিশ্লেষণে বিশেষিত করেছেন। আমাদের এই আলোচনায় আমরা নায়ক শব্দটি এই মুখ্য অথবা প্রধান নায়ক বা ধনঞ্জয়ের দশরূপকের ভাষায় অধিকারী অর্থ ধরে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

আধুনিক মতে এবং সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি যে নাটকের নায়ক তিনিই যিনি নাটকবস্তুর গঠনে এবং অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকা নেন, নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়ে তার কথাই থাকে অর্থাৎ যিনি মঞ্চে অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা অধিক সময় স্থান পান এবং যার ব্যক্তিত্ব অথবা ভাগ্যই নাটক-বস্তুর প্রধান বিষয়রূপে বর্ণিত হয় এবং যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের আগ্রহকে উজ্জীবিত করে রাখে। প্রাচীন ভারতের নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থকারেরাও একটু ভিন্ন ভাবে অনুরূপ কথাই বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রের মতে, নাটকের নায়ক হবেন প্রখ্যাত এবং উদাত্ত এবং রাজর্ষিবংশসম্ভূত।[৩] মহাভারতাদি ইতিহাস-পুরাণের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হবেন নায়ক। উদাত্ত শব্দের অর্থ নিয়ে পরবর্তী লেখক ও টীকাকারগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কারও কারও মতে নাটকের নায়ক সব সময়ই হবেন ধীরোদাত্ত প্রকৃতির নৃপতি।[৪] নিজ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর থাকবে প্রভূত উৎসাহ। নাটকের নায়ক যে সবসময় ধীরোদাত্ত প্রকৃতির হবেন একথা কিন্তু অভিনবগুপ্ত স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরপ্রশান্ত—এই চার প্রকার প্রকৃতির নায়কের মাঝে নাটকের নায়ক যে কোন এক প্রকার প্রকৃতির হতে পারেন। সাগরনন্দীও এই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে যাঁর দ্বারা সকল প্রকারে সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়, সেই নায়ক ধীরোদত্তাদি চার প্রকারের যে কোন প্রকারের হতে পারেন।[৫] অধিকাংশ প্রসিদ্ধ নাটকেই ধীরোদাত্ত প্রকৃতির নায়ক দেখা যায়। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ দুষ্যন্ত (দুষ্মন্ত) এবং উত্তররামচরিতম্-এ রামচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে ধীরোদাত্ত এই পরিভাষিক শব্দটির উদাত্ত বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে। এই সংশয় সুন্দরভাবে নিরসন করেছেন দশ-রূপকের টীকাকার ধনিক। তিনি বলেছেন—ঔদাত্তং হি নাম সর্বোৎকর্ষেণ বৃত্তিঃ[৬]। ধনিকের বক্তব্য হল যে, কেবলমাত্র বিজিগীষু নৃপতিকেই ধীরোদাত্ত বলা যায় না। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ নাটকের জীমূতবাহনের ন্যায় পরের জন্য আত্মবলিদানকারী ও ধীরোদাত্ত হতে পারে। কারণ উদাত্ত বলতে

এক্ষেত্রে বোঝান হয়েছে যে, যিনি নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে জ্ঞান, গুণ, সাহস, বীর্য, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মানবিক গুণে শ্রেষ্ঠ।

বেণীসংহার নাটকের নায়ক কে—এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। জগদ্ধর বা তারানাথ তর্কবাচস্পতি,—এই দুইজন টীকাকারের একজনও এ সম্পর্কে স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলেন নি। যদি মঞ্চে যার অবস্থিতিকাল সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ যার সংলাপ এবং মঞ্চে ক্রিয়াকলাপও বেশী সেই চরিত্রটিকে নায়ক বলতে হয়, তাহলে বেণীসংহার নাটকের নায়ক দুর্যোধন। এই নাটকে নায়ক অর্থে অন্য দু'জন দাবীদার হলেন যুধিষ্ঠির ও ভীম। নাটকে কিন্তু দেখতে পাই মঞ্চে দুর্যোধনের অবস্থিতি এঁদের দু'জন থেকে বেশী। যুধিষ্ঠির ত কেবলমাত্র ষষ্ঠ অঙ্কে উপস্থিত। ভীমেরও মঞ্চে উপস্থিতি প্রথম, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অঙ্কে। অবশ্য তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে নেপথ্য থেকে তাঁর উক্তি ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা আছে। দুর্যোধন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্কে উপস্থিত। উক্ত তিনজনই ক্ষত্রিয় বংশজাত রাজপুত্র। দুর্যোধন ত স্বয়ংই রাজা। সুতরাং তাঁকে নায়ক বলে নাটকখানিকে বিয়োগান্তক আখ্যা দিতে আপত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, নাট্যকার কি বহু অপকর্মের কর্তা দুর্যোধনকে এই নাটকের মুখ্য নায়ক হিসাবে চিত্রিত করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছেন? এর একমাত্র উত্তর,—'না'। দুর্যোধনের প্রতি নাট্যকার কোন স্থলেই বিশেষ সহানুভূতি দেখাননি। ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের অনুশাসন মানতে গেলে দুর্যোধনকে কিছুতেই নায়ক বলা চলে না। এই নাটকের 'ফল' রূপে নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ। শুধু দুর্যোধনের নয়, গোটা কুরুবংশের ধ্বংসের পর ঘটেছে এই ফললাভ। আর এই ফল-লাভে প্রধান বাধা ছিলেন দুর্যোধন স্বয়ং। সুতরাং তিনি প্রতিনায়ক। প্রায় 'ভিলেন'-রূপেই নাট্যকার দুর্যোধনের চরিত্রটি এঁকেছেন। অবশ্য নাটকে তার বংশ-বীর্য-বল প্রভৃতির বহু বর্ণনা আছে। এ সম্পর্কে আচার্য দণ্ডীর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—

বংশবীর্যশ্রুতাদীনি বর্ণয়িত্বা রিপোরপি।
তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষ—বর্ণনঞ্চ ধিনোতি নঃ॥
(কাব্যাদর্শ—১/১২)

উক্তিটি মহাকাব্য সম্পর্কে হলেও নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বংশে, বীর্যে ও জ্ঞান গরিমায় প্রখ্যাত শত্রুকে পরাজিত করালে বিজয়ী নায়ক-চরিত্রেরই উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। যে কোন একজন সাধারণ ব্যক্তিকে পরাজিত করালে নায়কের তেমন মহিমা দেখানো যায় না, সুতরাং দুর্যোধন নিঃসন্দেহে বেণীসংহার নাটকে রিপু অর্থাৎ প্রতিনায়ক, নায়ক নন। বেণীসংহার নাটকে যুধিষ্ঠিরকেও নায়ক বলা যেতে পারে। বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণে' ধীরোদাত্ত নায়কের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন--- 'রামযুধিষ্ঠিরাদিঃ'। বেণীসংহার ছাড়া যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলা যেতে পারে এমন কোন নাটক আমরা পাইনি। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিশ্বনাথের মতে, যুধিষ্ঠির বেণীসংহারের নায়ক। পূর্বে নায়কের যে সমস্ত গুণ বলা হয়েছে সেইসব গুণ অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের আছে। তিনি ক্ষত্রিয় এবং রাজর্ষি বংশসম্ভূত। সাধারণত দেখা যায় যে, নাটকের পরিসমাপ্তিতে প্রশস্তি অর্থাৎ ভরতবাক্য বলেন নায়ক স্বয়ং। বেণীসংহার নাটকেও যুধিষ্ঠিরের মুখেই ভরত বাক্যটি দেওয়া হয়েছে। প্রথম অঙ্কে ভীমের যতই ক্রোধ দেখানো হোক, যুদ্ধ কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আরম্ভ হতে পারেনি। ভীমের ক্রোধ এবং প্রতিজ্ঞা দুইই ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য বিফল হওয়ার পরই যুধিষ্ঠির যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আর এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে রাজ্য লাভ তারও অধিকারী যুধিষ্ঠির অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরই ফললাভ করেছেন এবং তাঁর বাক্যেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলতে আপত্তি কি? উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে,—কি দেখানো এই নাটকের উদ্দেশ্য। নাট্যকার কি যুধিষ্ঠির কি করে রাজ্যলাভ করেছেন তাই দেখাতে নাটকখানা লিখেছেন? তাহলে নাটকের নাম বেণীসংহার হল কেন? এখানে শুধু এইটুকু বললেই চলে যে, বেণীসংহার, অর্থাৎ মুক্তকেশী দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সম্ভব হয়নি। ভরতবাক্য পাঠই যদি যুধিষ্ঠিরকে নায়ক বলার কারণ ধরা যায় তাহলে মুদ্রারাক্ষস নাটকে রাক্ষসকেই নায়ক বলতে হয়। কারণ রাক্ষসের মুখে সেখানে ভরতবাক্যটি দেওয়া হয়েছে। তা কেউ স্বীকার করেন না। তাছাড়া বেণীসংহার নাটকে ঘটনাপ্রবাহে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ কোন কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য নেই। যুধিষ্ঠিরের স্বশরীরে মঞ্চে উপস্থিতি দেখা যায় কেবলমাত্র ষষ্ঠ অঙ্কে। সেখানে তাঁর এমন

কোন প্রাধান্য দেখানো হয়নি যাতে তাঁকে নায়ক বলা যেতে পারে। এ সকল থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে নাট্যকার স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের চরিত্রটিকে প্রধান নায়করূপে চিত্রিত করতে চাননি। ভট্টনারায়ণ মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করে কুরুবংশ ধ্বংস, বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পাণ্ডবদের জয়লাভ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু এটাই তাঁর মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর মূল লক্ষ্য হল দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভীমকেই বেণীসংহার নাটকের নায়ক বলতে হয়। শারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে (পৃ. ২০৭) স্পষ্টই বলেছেন,—ভীমস্য বেণীসংহারে ফলযোগাহত্র দর্শিতঃ। অর্থাৎ, ফল লাভ করেছেন ভীম। তাহলে শারদাতনয়ের মতে, ভীমই বেণী-সংহারের নায়ক। নাট্যবস্তুর শুরু হয়েছে বলতে গেলে ভীমের প্রতিজ্ঞা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সেই প্রতিজ্ঞার পূরণে। যুধিষ্ঠিরের যে রাজ্যলাভ তা এক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ফল বলা যেতে পারে। নাটকে স্বশরীরে ভীমের উপস্থিতি প্রথম, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অঙ্কে। এদিক থেকে দেখতে গেলেও নাটকের অনেকটা স্থান জুড়ে উপস্থিত রয়েছেন ভীম। এছাড়া তৃতীয় অঙ্কে নেপথ্যে সংঘটিত হয়েছে দুঃশাসনের রক্তপান এবং চতুর্থ অঙ্কে নেপথ্য থেকে ঐ ভয়ানক কর্মের বর্ণনা করেছেন ভীম নিজে। এক কথায় একমাত্র দ্বিতীয় অঙ্ক ছাড়া ভীমের কোন না কোন ভাবে উপস্থিতি নাটকের সব অঙ্কেই পাওয়া যায়। নাট্যবস্তুর গঠনে ভীমের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য। নাটকের শেষে অবশ্য আমরা পাই, কৌরব-কুলের ধ্বংসের পর যুধিষ্ঠিরের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ। কিন্তু নাটকে এটা যে যুধিষ্ঠির প্রথম থেকে চেয়েছিলেন তারও কোন ইঙ্গিত নেই। অন্যদিকে নাটকের শুরুই হয়েছে ভীমের কৌরবদের ধ্বংসের কামনা ও দুর্যোধনের রক্তে রঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের প্রতিজ্ঞা দিয়ে। গোটা নাটক জুড়ে ভীমের এই বাসনা ও প্রতিজ্ঞার চরিতার্থতার দিকে ঘটনাপ্রবাহ চলেছে। ষষ্ঠ অঙ্কের শেষ দিকে যুধিষ্ঠির নিজে দুবার বলেছেন 'বেণীসংহার-মহোৎসব' কথাটি (পৃ. ১৮৬)। নাটকের শেষ তাই বলতে হয় বেণীসংহার মহোৎসব দিয়ে। যে মহোৎসব সিদ্ধগণ অভি-নন্দিত করছেন। পরের অংশ, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজলাভাদি আনু-ষঙ্গিক ফল। ভীম নিজেও ক্ষত্রিয় এবং রাজর্ষিবংশসম্ভূত। সুতরাং

সেদিক থেকেও ভীমকে মুখ্য নায়ক বলতে কোন বাধা নেই। ভীম অবশ্য ধীর ও উদাত্ত প্রকৃতির নন। শাস্ত্রমতে, তিনি ধীরোদ্ধত প্রকৃতির তবে ধীরোদাত্তাদি চার প্রকৃতির যে কোন এক প্রকৃতির চরিত্রই যে নায়ক হতে পারে তা পূর্বে বলা হয়েছে। একটা বিশেষ আপত্তি উঠতে পারে ভীমের বিরুদ্ধে এবং সেটা হল তাঁর দুঃশাসনের রক্ষোরক্ত পান। এ ধরনের কর্ম রাক্ষসদের দ্বারাই সম্ভব, মানুষের পক্ষে বিশেষ করে কোন ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে শুধু গর্হিত নয়, অসম্ভব। ভট্টনারায়ণ সুচতুরভাবে ভীমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এড়িয়ে গিয়েছেন। ক্রোধবশে এ প্রকার বীভৎস কর্ম করবেন বলে ভীম সত্যই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং দুঃশাসনের রক্ষোবিদীর্ণও করেছিলেন। কিন্তু রক্তপান করে একজন রাক্ষস। সংবাদটি আমরা পাই তৃতীয় অঙ্কের প্রবেশকে। এক কথায়, দুঃশাসনের রক্ষোরক্ত পানটা করেছে রাক্ষস। সুতরাং সর্বদিক থেকে বিচার করে ভীমকেই বেণীসংহার নাটকের নায়ক বলা চলে।

উল্লিখিত নায়কের প্রকৃতি সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। নাট্যশাস্ত্রে ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত এবং ধীরপ্রশান্ত—এই চার প্রকৃতির নায়কের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এদের লক্ষণ দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে দেবতারা ধীরোদ্ধত, নৃপাতিগণ ধীরললিত, সেনাপতি এবং অমাত্যগণ ধীরোদাত্ত এবং ব্রাহ্মণ ও বণিক ধীরপ্রশান্ত।[৯] সাগর নন্দীও তাঁর নাটকলক্ষণরত্নকোশে এই কথাই গদ্যে বলেছেন।[১০] নাট্যশাস্ত্র ও তার অনুসরণে সাগরনন্দী মনে হয় এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে মুখ্য নায়কের কথা না বলে মোটামুটিভাবে নাটকবর্ণিত প্রধান চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।[১১] ধনঞ্জয়ের দশরূপকেই আমরা উক্ত চার প্রকার নায়কের পূর্ণ লক্ষণ পাই। একটা কথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, উক্ত চার প্রকৃতির নামেরই আদ্য শব্দ ধীর। ধীরত্ব তাহলে ধরতে হবে নায়ক-সামান্য গুণ। অর্থাৎ চার প্রকার নায়কের মাঝেই ধীরত্ব থাকতে হবে। ধনঞ্জয়ের মতে: (১) মৃদু ও নিশ্চিন্ত স্বভাবের নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত নায়কের সংজ্ঞা ধীরললিত। (২) বিনয়াদি সাধারণ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ, বণিক প্রভৃতি নায়ক ধীরপ্রশান্ত। (৩) যিনি শোক, ক্রোধ প্রভৃতিতে অভিভূত হন না, ক্ষমাশীল, আত্মপ্রশংসা করেন না এবং প্রতিজ্ঞাপূরণে অবিচল, এমন নায়ককে বলা হয় ধীরোদাত্ত। (৪) দর্প ও অসহিষ্ণুতাপরায়ণ, বঞ্চনাকুশল ও রৌদ্রস্বভাব নায়ককে বলা হয়

ধীরোদ্ধত। এই চার প্রকার নায়কের শেষ দিকে ধনিক বলেছেন যে, উক্ত গুণগুলি কিন্তু কোন নায়কের ক্ষেত্রে একেবারে নিয়ত নয়। একজন ধীরোদাত্ত নৃপতিও যেমন নৃত্যগীতে সময় বিশেষে আসক্ত হতে পারেন, তেমনি একজন ধীরোদ্ধত নায়কও ক্ষেত্র বিশেষে বিনয়ী হতে পারেন।[১২] এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দশরূপকে মুখ্য নায়ককে সম্মুখে রেখেই লক্ষণগুলি করা হয়েছিল। দশরূপকের দৃষ্টিতে দেখলে বেণীসংহারের প্রধান নায়ক ভীমকে ধীরোদ্ধত বলা চলে। নিজের শৌর্য বীর্যের কথা তিনি স্বয়ং বহুবার ঘোষণা করেছেন, দুঃশাসনের রক্তপানাদি ভয়ংকর কর্মে রৌদ্র-স্বভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের মাঝে কিন্তু ধীরোদাত্তের লক্ষণে উক্ত বিশেষ কোন গুণ দেখতে পাওয়া যায় না। নাটকে তাঁকে তেমন গম্ভীর প্রকৃতির হিসাবেও উপস্থাপিত করা হয়নি। দ্রোণাচার্যের নিধনের জন্য তিনি মিথ্যা কথাও বলেছেন।[১৩] ষষ্ঠ অঙ্কে চার্বাকের ছলনায় তিনি অভিভূত হয়েছেন। এখানে তাঁর ভ্রাতৃস্নেহই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। শোকে-দুঃখে তিনি অবিচলিত থাকতে পারেন নি। বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে যুধিষ্ঠিরকে ধীরোদাত্ত বলেছেন। বিশ্বনাথ ধীরোদাত্তের যে লক্ষণটি দিয়েছেন সেটি দশরূপকের লক্ষণটিকে একটু ঘুরিয়ে লেখা। বেণীসংহারে যুধিষ্ঠির-চরিত্রের সঙ্গে উক্ত লক্ষণটির পূর্ণ সঙ্গতি নেই। সুতরাং বেণীসংহারে যুধিষ্ঠিরকে ধীরোদাত্ত বলা যায় কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।

তথ্যনির্দেশ

১ অভিনবভারতী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮
২ নাটকলক্ষণরত্নকোশ, পৃ. ২৯
৩ নাট্যশাস্ত্র, ১৮/১০
৪ দশরূপক, ৩/২২-২৩
৫ অভিনব ভারতী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২ ; নাটকলক্ষণরত্নকোশ, পৃ. ৩০
৬ দশরূপক, ২/৪ এর টীকা, পৃ. ৩৭
৭ সাহিত্যদর্পণ, ৩/৩২, পৃ. ৯৭
৮ বেণীসংহার, পৃ. ৯৪-৯৭
৯ নাট্যশাস্ত্র, ২৪/১৭-১৯
১০ নাটক লক্ষণরত্নকোশ, পৃ. ৩০
১১ Nataka-Laksanaratnakosa in the Perspective of Ancient Indian Drama and Dramaturgy—Sidheswar Chotto-padhaya, p. 14
১২ দশরূপক, ১/৩-৬ ; পৃ. ৩৬-৩৮
১৩ বেণীসংহার, তৃতীয় অঙ্ক, পৃ. ৭৩
১৪ দশরূপক, ১/৪-৫ ; সাহিত্য দর্পণ, ৩/৩৮